তারিখ ... 30 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ২২ ... কলাম 2 ...

সংবাদ

রংপুরের সমাজকল্যাণ বিদ্যাবিথী স্কুল-কলেজ

অধ্যক্ষের অনিয়ম নির্যাতনে অতিষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর নগরীর ঐতিহ্যবাহী সমাজ কল্যাণ বিদ্যাবিথী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ ইয়াসমিন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতায় দুটি বিভাগে তৃতীয় শ্রেনী থাকা সত্বেও অধ্যক্ষ পদ বাগিয়ে সরকারী বেতনের অতিরিক্ত প্রতিমাসে ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেবার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এবিষয়ে তদন্ত করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করার জন্য মহাপরিচালকের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নাহিদ ইয়াসমিন ২০০২ সালে শিক্ষা সচিব শহীদুল আলমের আত্মীয়তার বলে সাবেক অধ্যক্ষ মরিয়ম হোসেনকে সরিয়ে ৬ জন সিনিয়র শিক্ষককে ডিঙ্গিয়ে নিজেই ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ দখল করেন। এরপর একই ভাবে তার মামার প্রভাব খাটিয়ে লোক দেখানো প্রহসনের লিখিত মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীণ দেখিয়ে অধ্যাক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। অথচ অধ্যাক্ষ পদে নিয়োগের আগে কোন জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে স্থানীয় একটি পত্রিকায় ভূয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করানো হয়। শুধু তাই নয় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের সময় ৩ জন শিক্ষকের নামে ডামি আবেদন পত্র দেখানো হয়।

> 'কলেজটি ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন'

অনুসন্ধানে জানা গেছে নাহিদ ইয়াসমিন ১৯৭৭ সালে রংপুর সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেনীতে পাশ করেন। এরপর ১৯৭৯ সালে বেগম রোকেয়া কলেজ থেকে এইচ এসসি পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেনীতে পাশ করার পর রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগে বিএ ও এম এ পাশ করেন।

এদিকে একটি সূত্রে জানা গেছে জ্বালিয়াতির মাধ্যমে শুধু অধ্যাক্ষ হিসেবে নিজের নাম এপিও ভুক্ত করে অবৈধ ভাবে বেতন উক্তোলন করছেন তাই নয় তিনি জ্বালিয়াতির মাধ্যমে তার বেতন স্কেলও বৃদ্ধি করে নিয়েছেন।

এ ছাড়াও অধ্যাক্ষের বিরুদ্ধে সরকারী বিধি বিধান উপেক্ষা করে সরকারী এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে একশ ভাগ সরকারী বেতনের অতিরিক্ত তিনিটি বিভাগ থেকে প্রতিমাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা করে উত্তোলন করছেন। তিনি কলেজ শাখা থেকে ২০ হাজার টাকা স্কুল শাখা থেকে ১৫ হাজার বিয়াম ও ভকেশনাল শাখা থেকে ১৫ হাজার করে ৫০ হাজার করে উত্তোলন করছেন।

এ ছাড়াও প্রতি মাসে ব্যাক্তিগত ফোন খরচ বাবদ ৮ হাজার টাকা গ্রহণ করছেন। অন্যদিকে শিক্ষকদের প্রতি মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে সিনয়র শিক্ষকদের ৮শ ৮৫ টাকা জুনিয়রদের ৪শ টাকা প্রদান করছেন। তবে তার দুর্নিতী আর অনিয়মের সহযোগী হওয়ায় হাসনাত জামিল নামে এক শিক্ষককে সাড়ে ৬ হাজার টাকা প্রদান কবছেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যক্ষ কেবল যে কোন একটি শাখা থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। তিনি কোন অবস্থাতেই ৩টি শাখা থেকে বেতন গ্রহন করতে পারেননা। এটা সম্পুর্ন বেআইনী ও আইনের পরিপন্থি বলে খোদ শিক্ষা অধিদপ্তরের রংপুর জেলা শিক্ষা অফিসার রোকসানা বেগম জানিয়েছেন।

অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ডিউটী করার জন্য অধ্যক্ষ এ খানেও ভাতা দেবার নামে চরম সেচ্ছাচারিতা করে আসছেন। তিনি শিক্ষকদের ভাতা দেন ৩০ টাকা আর তিনি নিজে ৫ হাজার টাকা উত্তোলন করেন। এ ছাড়াও এসএসসি এইচ এসসি পরীক্ষায় রশিদ ছাড়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে ২ হাজার করে আদায় করছেন। অপরদিকে ফরম পুরনের সময় অতিরিক্ত ২/৩ হাজার আদায় করে পুরোটাই তিনি পকেটস্থ করছেন। মোট কথা পুরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উনি ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিনত করেছেন।

অধ্যাক্ষের এসব অপকর্মের যারাই প্রতিবাদ করবে হয় তাকে চাকুরী চ্যুত হতে হবে না হয় সাসপেনশনের শিকার হতে হবে। ফলে কোন শিক্ষক তার দুনীতি ক্ষমতার অপব্যহারে প্রতিবাদ করলেই সে তাদের উপর চলে চরম দূব্যাবহার মানসিক অত্যাচার করে তার জীবন দূর্বিসহ করে তোলে। এক শিক্ষিকা অধ্যক্ষের মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। যে কোন মহুর্তে আত্মহনন করতে পারে আশংকা করে ওই শিক্ষিকার স্বামী রংপুর সাবেক পৌর মেয়র আব্দুর রউফ মানিক লিখিত অভিযোগ করেছেন।

ইতিমধ্যে তার দূর্নিতীর প্রতিবাদ করায় একজন সিনিয়র শিক্ষককে অন্যায়ভাবে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন তিনি। সেই সাথে অন্যান্য শিক্ষকদের দম্ভভরে হুমকি দিচ্ছেন কেউ যদি তার বিরুদ্ধে মুখ খুললেই তাকেও একই পরিনতি ভোগ করতে হবে। তার নাকি খুটি খুবই শক্ত ফলে অনেক শিক্ষক আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।

সার্বিক বিষয়ে জানতে রংপুরে অবস্থিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অদিদপ্তরের উপ পরিচালক মোস্তাক হাবিবের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে একটি বিভাগেও তৃতীয় শ্রেনী থাকা চলবেনা। সমাজ কল্যান বিদ্যা বিথী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যাক্ষ যদি দুটো বিভাগে তৃতীয় শ্রেনীর অধিকারী হয়ে থাকেন তা হলে তার অধ্যাক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকার আইনগত ভিত্তি আছে বলে মনে হয়না। তবে এ বিষয় মহাপরিচালক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

অন্যদিকে সরকারী বেতনের অতিরিক্ত একই ব্যাক্তি ৩ টি বিভাগ থেকে এ ভাবে টাকা উত্তোলন করা আইন সিদ্ধ নয় বলে জানান তিনি। এ ব্যাপারে সমাজকল্যান বিদ্যা বিথী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যাক্ষ নাহিদ ইয়সমিনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলো সম্পুর্ন মিথ্যা ও ব্যানোয়াট, মূলত তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য একটি মহল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে দাবি করেন তিনি।